তাকদীর

তানজিলা আক্তার

সা
প্র
সাগরিকা প্রকাশনী

তাকদীর

তানজিলা আক্তার

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০২৬

প্রকাশক

চাষী এসকে খান

সাগরিকা প্রকাশনী

গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

মোবাইল : ০১৭৩১-৫৬৪১৬৪, Email: sagorikaprokasoni@gmail.com

বর্ণবিন্যাস

মোঃ জহির উদ্দীন

প্রচ্ছদ

মোঃ জহির উদ্দীন

মুদ্রণে

সাগরিকা প্রিন্টার্স

২৮/১, রূপচাঁদ লেন, ঢাকা- ১১০০

মূল্যঃ ২০০.০০ টাকা

ISBN: 978-984-29056-0-0

Takdeer Written by Tanjila Akter,
Published by **Sagorika Prokashoni**
Gazipur Chowrasta, Gazipur, Bangladesh.

Price: Two Hundred Tk Only.

উৎসর্গ

সেই সকল প্রিয় পাঠকের প্রতি,
যাঁরা একটি বই হাতে নিয়ে
শুধু লেখা পড়েন না,
বরং লেখকের অনুভূতির সঙ্গে
নিজের অনুভূতিকেও মিলিয়ে নেন।
এই বই আপনাদের জন্য।

কিছু কথা

জীবন কখনো আমাদের ইচ্ছেমতো গল্প লেখে না। কখনো হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকে অজস্র কান্না, আবার কখনো হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেই অপেক্ষা করে নতুন কোনো শুরুর গল্প। মানুষ যতই নিজের ভবিষ্যৎ বদলানোর চেষ্টা করুক, কিছু ঘটনা যেন অদৃশ্য এক শক্তির ইশারায় আমাদের জীবনে এসে উপস্থিত হয়। সেই অদৃশ্য লিখনকেই আমরা বলি— তাকদির।

এই গল্পও তেমনই এক জীবনের গল্প— যেখানে ভালোবাসা, অপেক্ষা, হারানো, ফিরে পাওয়া আর ভাগ্যের নির্মম খেলায় মানুষ বারবার নিজেকে নতুন করে চিনতে শেখে। কিছু সম্পর্ক সময়ের কাছে হেরে যায়, আবার কিছু সম্পর্ক ভাগ্যের লেখা মেনেই থেকে যায় হৃদয়ের গভীরে। শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন একটাই—মানুষ কি সত্যিই নিজের ভাগ্য বদলাতে পারে, নাকি তাকদিরের লেখা পথেই আমাদের পা বাড়াতে হয়?

আমার কাছে মনে হয় গল্পের কোনো সমাপ্তি নেই প্রয়োজনে আমরা থেমে যাই। এই গল্পের সমাপ্তি হয়নি প্রয়োজনে থেমে গেছি। গল্পটা বাস্তবতা থেকে লেখা যার সমাপ্তি এখনো হয়নি। শুধু এক খন্ড আমি আমার কাঁচা হাতে তুলে ধরলাম।

- তানজিলা আক্তার

তাকদীর

পার্ট— ১

ঢাকা কলেজের গেটের সামনে রোজকার চেনা দৃশ্য মানুষের ভিড় আর অসহ্য যানজট। ১৫ই ডিসেম্বর, ২০২৪, সকাল তখন সাড়ে এগারোটা। সেই ভিড়ের মাঝে মানহা তার বান্ধবীদের সাথে কলেজের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। সবার গায়ে কলেজের নির্ধারিত পোশাক, শুধু মানহা যেন এক ভিন্ন সুর _শুভ্র বোরকা ও হিজাবের নিবিড় আবরণে আবৃত। মুখ ঢাকা, কেবল রহস্যময় দুটি চোখ খোলা, যে চোখে যেন কোনো না বলা গল্প ঘুমিয়ে ছিল, এক অপার্থিব মায়া খেলা করছিল সেখানে।

ঠিক সেই সময়ে, কলেজের উল্টো দিকের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল সাকিব। হঠাৎ তার দৃষ্টি আটকে গেল সেই অচেনা নারীর দিকে। প্রথমে সে কোনো সুস্পষ্ট কারণ খুঁজে পেল না, শুধু অনুভব করলো হাজারো মুখের ভিড়ে ঐ ঢাকা চোখের নীরব ভাষাই যেন একমাত্র সত্য। এক অদৃশ্য টানে সে চোখ ফেরাতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, ঐ গভীর চাহনির গভীরে তাকালে তার নিজের অস্তিত্বই হারিয়ে যাবে।

কিন্তু পলকের মধ্যে ভিড়ের স্রোতে মানহা মিলিয়ে গেল। সাকিব কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে জন্ম নিল এক নতুন আবেগ কৌতূহল, বিস্ময় আর এক তীব্র আকর্ষণ। সে নিজেকে প্রশ্ন করলো,
“কে ছিল সে? কী ছিল সেই চোখে?”

সেই মুহূর্তে সাকিবের হৃদয়ে এক সূক্ষ্ম অনুভূতির বীজ রোপিত হলো না জানা কারো প্রতি এক নীরব টান। যদিও তাদের আর দেখা হবে কিনা সে বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না, তবুও মনের গভীরে এক ক্ষীণ আশা জেগে রইল হয়তো একদিন, কোথাও আবার তাদের দেখা হবে।

এরপর কিছুদিন কেটে গেল স্বাভাবিকভাবে। একদিন মানহা ও তার বন্ধুরা নবান্ন উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্র সরোবরের দিকে যাচ্ছিল। রিকশার আসনে মানহার পাশে মল্লিকা, আর সামনে চালকের পাশে বসেছিল আরমান। সাইফা ও রাজ ছিল আরেকটি রিকশায়। নিউমার্কেটের গমগমে ভিড় ঠেলে তাদের রিকশা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। চারপাশে মানুষের ব্যস্ত পদচারণা, গাড়ির হর্ন আর দোকানদারের হাঁকডাক মিলেমিশে এক কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে, পেছন থেকে এক পরিচিত অথচ গম্ভীর কণ্ঠ সাকিবের নাম ধরে ডাকলো। সাকিব পেছনে ফিরতেই তার চোখ প্রথমে খুঁজে নিল রিকশার ভেতরে বসা তার চাচাতো ভাই, আর তার চেয়েও প্রিয় বন্ধু আরমানকে। সাকিবের মুখেও হাসি ফুটলো,
“আরমান!”

ডাক শুনে রিকশার ভেতর থেকে আরমান এবং... সেই মেয়েটি... মানহা... একসাথে পেছনে ফিরে তাকালো।

এক পলকের জন্য, সাকিবের কাছে যেন পুরো পৃথিবী থমকে গেল। তার হৃদয়ের সমস্ত স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু রয়ে গেল মানহার সেই দুটি চোখ গভীর, মায়াময়, যেন কোনো এক অনন্তকালের প্রতিচ্ছবি।

আরমান তখন রিকশা থেকে নেমে এলো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে, পাশের রিকশা থেকে রাজ চিৎকার করে বললো,
“মানহা! কী হলো?”

মানহা সামনের দিকে ঘুরে রাজের দিকে তাকালো। তারপর স্বাভাবিকভাবেই তাদের কথোপকথনে মন দিল।